দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN 29 2000 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সংকট আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে

চট্টগ্রাম অফিস - ॥ : চট্টগ্রাম বিশবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাইয়া উঠার সকল প্রশাসনিক প্রচেষ্টা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসমূহ চালানোর জন্য কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিলেও গতকাল শুক্রবার তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতি এক বৈঠকে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সংকট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গত ১৯শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ২ শিবির কর্মী নিহত হওয়ার পর হইতে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা শুরু হয়। সে সময় ভিসি নিজ ক্ষমতাবলে হলসমূহ বন্ধ করিয়া দেয়। পরে সিন্ডিকেট ঘটনা তদন্তে একটি কমিট গঠন করিলেও কমিটির আহবায়ক কয়েকদিনের মধ্যে পদত্যাগ করেন। নূতন একজনকে আহবায়ক নিয়োগ করা হইলেও তদন্তের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। শিবিরের অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কাজ-কর্ম বন্ধ হইয়া পড়িলে সিন্ডেকেট বিশ্ববিদ্যালয় চালুর লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠন সমূহের সহিত আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্য লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করে। কিন্তু উক্ত কমিটির আহবায়কও পদত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে কর্মচারী-কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশ্ববিদ্যালয় চালুর সহযোগিতার আহবান জানাইলেও তেমন সাড়া পাওয়া যায় নাই। কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে সচল করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপ কামনা করিলে গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশ উপরের নির্দেশে শিবির নিয়ন্ত্রিত ৪টি হলে অভিযান চালাইয়া হলে অবস্থানকারী প্রায় ৮০ জন শিবির কর্মীকে আটক করে। কিন্তু ইহার পরও কিছু সংখ্যক শিবির কর্মী বহিরাগতদের সহায়তায় অবরোধ চালাইয়া যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার ব্যাপারে সরকার সমর্থক বর্তমান শিক্ষক সমিতির কোন উদ্যোগে ভূমিকা পরিলক্ষিত হইতেছে না। শিক্ষক সমিতি শুধুমাত্র বিবৃতির মধ্যেই তাঁহাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অপরদিকে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা অচলাবস্থার জন্য ভিসি ও প্রো-ভিসিকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহারা অচলাবস্থার ব্যর্থতার জন্য ভিসি, প্রো-ভিসিকে দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে গত বৃহস্পতিবার এক সার্কুলারে শনিবার হইতে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পরিবহন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না থাকায় উপস্থিত থাকিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অনুরূপ নিরাপত্তাহীনতার কারণ উল্লেখ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়মুখী শাটল ট্রেনের চালকরাও ট্রেন চালনা হইতে বিরত রহিয়াছে।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গত বুধবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গাজী সালেহ উদ্দিনের বাসায় বোমা হামলার ঘটনায় ছাত্র শিবিরকে দায়ী করায় শিবির বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষক সমিতি উক্ত বিবৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করিয়াছেন। কারণ ইতিপূর্বে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্তৃক প্রকাশ্যে শিক্ষকদের উপর হামলা এবং ৫৪ জন ছাত্রকে বিনা কারণে গ্রেফতার করিলেও শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের জাগ্রত বিবেকে একটু উষ্মা সৃষ্টি হয় নাই। নেতৃবৃন্দ প্রক্টর গাজী সালে উদ্দিনের বাসায় হামলার নিন্দা জানান। বিবৃতিদাতারা হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জু ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান।